أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/K/67) www.motaher21.net

وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمٰن

"ঈমানের পরিবর্তে কুফরী করে"

" Those who disbelieve instead of adopting Faith"

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :- ১০৮

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۗ وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ

তাহলে তোমরা কি তোমাদের রসূলের কাছে সেই ধরনের প্রশ্ন ও দাবী করতে চাও যেমন এর আগে মূসার কাছে করা হয়েছিল? অথচ যে ব্যক্তি ঈমানী নীতিকে কুফরী নীতিতে পরিবর্তিত করেছে, সে-ই সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

১০৮ নং আয়াতের তাসফীর:

শানে নুযূল:

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাফি বিন হুরাইমালা অথবা ওহাব বিন জায়েদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল: হে মুহাম্মাদ! আকাশ থেকে অবতীর্ণ আমাদের জন্য একটি কিতাব নিয়ে এস যা আমরা পড়ব। অথবা আমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত কর, যার দরুন আমরা তোমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করব এবং তোমার আনুগত্য করব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৩৩৩, লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবে নুযূল, পৃঃ ২৬)

অত্র আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা দু’ উদ্দেশ্যে হতে পারে:

১. জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে সমস্যায় ফেলা এবং তাকে অমান্য করার জন্য প্রশ্ন করা। এরূপ প্রশ্ন করা থেকে আল্লাহ তা ‘আলা মু’ মিনদেরকে নিষেধ করছেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)

হে মু’ মিনগণ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন কর না যা তোমাদের নিকট প্রকাশ হলে তা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। (সূরা মায়িদাহ ৫:১০১) এরূপ প্রশ্ন করেছিল মূসা (আঃ)-কে বানী ইসরাঈলরা। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاۤءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً)

“কিতাবীগণ তোমাকে তাদের জন্য আসমান হতে কিতাব অবতীর্ণ করতে বলে; অথচ তারা মূসার নিকট এটা অপেক্ষাও বড় দাবি করেছিল। তারা বলেছিল, আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখাও।” (সূরা নিসা ৪:১৫৩) হাদীসেও এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (সহীহ বুখারী হা: ৭২৮৮)

২. কিছু জানার জন্য ও সঠিক পথ পাবার জন্য প্রশ্ন করা। এরূপ প্রশ্ন করার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং তা প্রশংসনীয়। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(فَاسْأَلُوآ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ)

“তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা করো।” (সূরা নাহল ১৬:৪৩)

জানার জন্য জিজ্ঞাসা করার প্রতি হাদীসেও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি বলা হয়েছে অজানা রোগের চিকিৎসা হল জিজ্ঞাসা করা। (আবূ দাঊদ হা: ৩৩৬, ৩৩৭, হাসান) সুতরাং আমাদের উচিত কিছু জানার জন্য আলেমদের জিজ্ঞাসা করা, তাদেরকে সমস্যায় ফেলার জন্য নয়।

(وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: হুহাই বিন আখতাব ও ইয়াসিন বিন আখতাব মুসলিমদের প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি হিংসা পোষণ করত। তারা জনগণকে ইসলাম থেকে সরিয়ে রাখত। তাদের সম্পর্কেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কা ‘ব বিন আশরাফ ইয়াহূদীও এ কাজে লিপ্ত থাকত। (ইবনু কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

হিংসা সাধারণত দু’ প্রকার: প্রথম প্রকার: বৈধ ও প্রশংসণীয়। যেমন হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: দু’ টি কাজ ছাড়া কোন কাজে হিংসা করা বৈধ নয়। ১. আল্লাহ তা ‘আলা যাকে কুরআনের শিক্ষা দান করেছেন ফলে সে দিনে-রাতে তেলাওয়াত করে ও অন্যদের শিক্ষা দেয়। ২. আল্লাহ তা ‘আলা যাকে সম্পদ দান করেছেন ফলে সে দিনে-রাতে ভাল কাজে সম্পদ ব্যয় করে। (সহীহ বুখারী হা: ৭৩, সহীহ মুসলিম হা: ৮১৫)

এ প্রকারকে আরবি ভাষায় حسد শব্দ ব্যবহার হলেও তা غبطة প্রতিশব্দ ব্যবহার হয়। যার অর্থ হলো ঈর্ষা করা অর্থাৎ অন্যের কোন ক্ষতি কামনা ছাড়াই তার মত হবার ইচ্ছা পোষণ করা।

দ্বিতীয় প্রকার: অবৈধ ও নিন্দনীয় কোন ব্যক্তি থেকে আল্লাহ তা ‘আলার দেয়া নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা। অথবা তার কোন অকল্যাণ হোক তা কামনা করা এবং নিজে ঐ নেয়ামত বা কল্যাণের মালিক হবার আশা করা। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ)

“অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সেজন্য কি তারা তাদের সাথে হিংসা করে?” (সূরা নিসা ৪:৫৪)

আয়াতে দ্বিতীয় প্রকার হিংসার কথা বলা হয়েছে। কারণ ইয়াহূদীরা নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুআতের সত্যতা জানার পরেও মেনে নেয়নি বরং হিংসার বশবর্তী হয়ে সাহাবীদের কাফির বানানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছিল।

তারপর আল্লাহ তা ‘আলা ইয়াহূদীদের হিংসা-বিদ্বেষের সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা মুসলিমদের সাথে কিরূপ হিংসা করে। হিংসা তাদেরকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে যে, তারা চায় তোমরা যদি ঈমান আনার পর কাফির হয়ে যেতে। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِیْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ)

“আহলে কিতাবদের একদল বলে, ঈমানদারদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে দিনের প্রথম ভাগে তা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষ ভাগে তা অস্বীকার কর যাতে করে তারা ইসলাম থেকে ফিরে আসে।” (সূরা আলি-ইমরান ৭২)

এসব তাদের হিংসার বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং আল্লাহ তা ‘আলা মুসলিমদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ দ্বারা তাদের হিংসার মোকাবেলা করতে বলেছেন, যাতে সবাই আল্লাহ তা ‘আলার নির্দেশে ফিরে আসতে পারে। যদি তারা তাদের স্বীয় অপকর্মে লিপ্ত থাকে তাহলে আল্লাহ তা ‘আলা তো আছেন যিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা ‘আলা তাদের হিংসার কথা উল্লেখ করে বলেন:

(وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ یُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا یُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُوْنَ)

“আহলে কিতাবদের একদল তোমাদেরকে গোমরাহ বানাতে চায় কিন্তু তারা নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করে না। অথচ তা অনুভব করে না।” (সূরা আলি-ইমরান ৩:৬৯)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন:

(فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى ...) এ আয়াতটি

(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِیْنَ حَیْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ)

আয়াত (সূরা তাওবাহ ৯:৫) দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

এরপর আল্লাহ তা ‘আলা মু’ মিনদেরকে সালাত প্রতিষ্ঠার, যাকাত প্রদানের ও কল্যাণকর কাজের নির্দেশ প্রদান করছেন। মু’ মিনগণ যত ভাল কাজ করুক না কেন সবকিছুর ফলাফল আল্লাহ তা ‘আলার নিকট পাবে।

ইহুদিরা তিলকে তাল করে এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করে মুসলমানদের সামনে নানা ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করতো। তোমাদের নবীর কাছে এটা জিজ্ঞেস করো ওটা জিজ্ঞেস করো বলে তারা মুসলমানদের উস্কানী দিতো। তাই এ ব্যাপারে আল্লাহ মুসলমানদেরকে ইহুদিদের নীতি অবলম্বন করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলতেন, অনর্থক প্রশ্ন করা এবং তিলকে তাল করার কারণে পূর্ববর্তী উম্মাতরা ধ্বংস হয়েছে, কাজেই তোমরা এ পথে পা দিয়ো না। আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেননি সেগুলোর পেছনে জোঁকের মতো লেগে থেকো না। তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা মেনে চলো এবং যে বিষয়গুলো থেকে নিষেধ করা হয় সেগুলো করো না। অপ্রয়োজনীয় কথা বাদ দিয়ে কাজের কথার প্রতি মনোযোগ দাও।

এ আয়াতে মূসা ‘আলাইহিস সালামের কাছে তার সাথীরা কি চেয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি। সেটা অন্য আয়াতে বিস্তারিত এসেছে। বলা হয়েছে, “কিতাবীগণ আপনার কাছে তাদের জন্য আসমান হতে একটি কিতাব নাযিল করতে বলে; তারা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে দেখাও।” [সূরা আন-নিসা ১৫৩]

অন্য বর্ণনায় ইবনে আব্বাস বলেন, রাফে ইবনে হারিমলাহ এবং ওয়াহাব ইবনে যায়েদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, হে মুহাম্মদ! আমাদের জন্য একটি কিতাব আসমান থেকে নাযিল করে আন, যা আমরা পড়ে দেখব। আর আমাদের জন্য যমীন থেকে প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দাও। যদি তা কর তবে আমরা তোমার অনুসরণ করব ও তোমার সত্যয়ন করব। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অযথা প্রশ্ন করা উচিত নয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ঐ মুসলিম সবচেয়ে বড় অপরাধী, যে হারাম নয় এমন কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করার কারণে সেটি হারাম করে দেয়া হয়।” [বুখারী: ৭২৮৯, মুসলিম: ২৩৫৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে কিছু না বলি ততক্ষণ তোমরা আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ অতিরিক্ত প্রশ্ন এবং নবীদের সাথে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছিল” । [বুখারী: ৭২৮৮, মুসলিম: ১৩৩৭]

অধিক জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ ঈমানদারগণকে কোন ঘটনা ঘটার পূর্বে তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বাজে প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন। এ অধিক প্রশ্নের অভ্যাস খুবই জঘন্য। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَ اِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ﴾

‘হে মু’ মিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয় জিজ্ঞেস করো না, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয় তাহলে তোমাদের খারাপ লাগবে, আর যদি তোমরা কুর’ আন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো তাহলে তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেয়া হবে। (৫ নং সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং ১০১) কোন জিনিস ঘটে যাওয়ার পূর্বে সেটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এ ভয় রয়েছে যে, প্রশ্ন করার দরুন না জানি সেটা হারাম হয়ে যায়। সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"إن أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته"

মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি, যে এমন জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করে যা হারাম ছিলো না, কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে যায়। (সহীহুল বুখারী ১১/৬৪৯১, সহীহ মুসলিম কিতাবুল ঈমান ১/২০৭, ২০৮, মুসনাদে আহমাদ- ২/৪১১,৪৯৮)

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে একবার কেউ জিজ্ঞেস করে যে, যদি কোন লোক তার স্ত্রীর কাছে অপর কোন লোককে পায় তাহলে সে কি করবে? যদি জনগণকে সংবাদ দেয় তাহলে তো বড় লজ্জার কথা হবে, আর যদি চুপ থাকে তাহলে এটাও নির্লজ্জের মতো কাজ হবে। এ প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খুবই খারাপ মনে হলো। ঘটনাক্রমে ঐ লোকটিরই এ ঘটনা ঘটে গেলো এবং লি ‘আনের হুকুম নাযিল হয়ে গেলো। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাজে কথা, সম্পদ নষ্ট করা এবং বেশি প্রশ্ন করা হতে নিষেধ করেছেন। (সহীহুল বুখারী ১১/৬৪৮৩, সহীহ মুসলিম ৩/১৩৪১, সুনান দারিমী ২/২৭৫১, মুসনাদ আহমাদ ৪/২৫০, ২৫১, ২৫৫) সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"

আমি যতোক্ষণ কিছু না বলি ততোক্ষণ তোমরাও কিছুই আমাকে জিজ্ঞেস করো না। তোমাদের পূর্ববর্তী লোককে এই বদঅভ্যাসই ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা খুব বেশি প্রশ্ন করতো এবং তাদের নবীগণের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতো। আমি যদি তোমাদেরকে কিছু নির্দেশ দেই তাহলে সাধ্যানুসারে তা পালন করো।

(সহীহুল বুখারী ১৩/৭২৮৮, মুসলিম ৪/১৮৩১/হাঃ ১৩১, সুনান নাসাঈ ৫/২৬১৮, মুসনাদে আহমাদ ২/২৫৮, ৩১৩, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৬৭) এ কথা তিনি ঐ বলেছিলেন যখন তিনি জনগণকে বলেছিলেনঃ ‘তোমাদের ওপর মহান আল্লাহ হাজ্জ ফরয করেছেন।’ তখন কেউ বলেছিলোঃ ‘হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! প্রতি বছরই কি? তিনি নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করেছিলো; কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেননি। সে তৃতীয় বার এ প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেনঃ "لا ولو قلت :نعم لوجَبَتْ، ولو وَجَبَتْ لما استطعتم"

‘প্রতি বছর নয়; কিন্তু যদি আমি হ্যাঁ বলতাম তাহলে ওটা প্রতি বছরই ফরয হয়ে যেতো। অতঃপর তোমরা ওটা পালন করতে পারতে না।’ (সহীহ মুসলিম ২/৯৭৫) অতঃপর তিনি বললেনঃ ذروني ما تركتكم ‘আমি যতোক্ষণ কিছু না বলি ততোক্ষণ তোমরাও কিছুই আমাকে জিজ্ঞেস করো না।’

আনাস (রাঃ) বলেনঃ ‘যখন থেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হতে বিরত রাখা হয় তখন থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কোন প্রশ্ন করতে খুবই ভয় করতাম। আমরা ইচ্ছা করতাম যে, কোন গ্রাম্য অশিক্ষিত বেদুঈন জিজ্ঞেস করলে আমরা শুনতে পেতাম।’ (সহীহ মুসলিম ১/৪১/১০৯, সুনান নাসাঈ ৪/২০৯০)

বারা ইবনে ‘আযেব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করতাম, অথচ বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে যেতো, কিন্তু আমি ভয়ে জিজ্ঞেস করতে সাহস করতাম না, আশা পোষণ করতাম যে, যদি কোন বেদুঈন এসে প্রশ্ন করতো তবে আমরাও শুনতে পেতাম।

বায্যার (রহঃ) একটি সূত্র উল্লেখ করে ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেনঃ

ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن ثنْتَيِ عشرة مسألة، كلها في القرآن

‘আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীর থেকে অন্য কোন সম্প্রদায়কে অধিক কল্যাণপ্রাপ্ত দেখি নি। তারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যে প্রশ্নই করেছে তার উত্তর কুর’আনুল কারীমের মধ্যে পেয়েছেন। যেমন يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ‘তোমাকে লোকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে।’ (২ নং সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২১৯) এরপর قِتَالٍ فِيْهِ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে।’ (২ নং সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২১৭) এবং وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى আরো তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। (২ নং সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২২০) এরূপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ﴾

‘তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে তেমন প্রশ্ন করতে চাও যেমন মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো?’

এখানে ام শব্দটি হয়তোবা بل এর অর্থে ব্যবহত হয়েছে কিংবা স্বীয় মূল অর্থই অর্থাৎ প্রশ্নের ব্যাপারে ব্যবহত হয়েছে, যা এখানে অস্বীকৃতি সূচক। এ নির্দেশ মু’ মিন ও কাফির সবারই জন্য। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রিসালত সবার জন্যই ছিলো।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু আবী মুহাম্মাদ (রহঃ) তাকে বলেন যে, ইকরামাহ (রহঃ) অথবা সা ‘ঈদ (রহঃ) বলেছেন যে, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, রাফী ইবনে হুরামালা অথবা ওয়াহাব ইবনে যায়দ বলেছিলোঃ হে মুহাম্মাদ! আকাশ থেকে আমাদের জন্য কিতাব নিয়ে আসুন যা আমরা পাঠ করবো, অথবা আমাদের জন্য নদীসমূহ প্রবাহিত করুন। তাহলেই আমরা আপনার কথা শুনবো এবং আপনার অনুসরণ করবো। তাদের এ অন্যায় আবেদনের প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ ধমক দিয়ে বলেনঃ

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ

‘কিতাবধারীগণ তোমাকে আসমান থেকে তাদের সামনে কিতাব নিয়ে আসতে বলে। তারা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী পেশ করেছিলো। তারা বলেছিলো- আমাদের প্রকাশ্যে মহান আল্লাহকে দেখাও। তখন তাদের অন্যায় বাড়াবাড়ির কারণে বিদ্যুৎ তাদের ওপর আঘাত হেনেছিলো।’ (তাফসীর তাবারী ২/৪৯০) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দা ‘ওয়াতের কাজকে অহেতুক কঠিন করার প্রয়াসকে নাকচ করে দেয়া হয়। কারণ এগুলো হলো ঈমান না আনার পিছনে বাহানা তৈরী করা। যেমনটি করা হয়েছিলো মূসা (আঃ)-এর সাথে।

রাফি ‘ ইবনে হুরাইমালা এবং জাহার বিন ইয়াযীদ বলেছিলেনঃ হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন আসমানী কিতাব আমাদের ওপর অবতীর্ণ করুন যা আমরা আমাদের শহরে প্রচার করবো। তাহলে আমরা মানবো। এতে এ আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলে, হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে বানী ইসরাইলের পাপ মোচন হয়েছিলো ঐ ভাবেই যদি আমাদের পাপ মোচন হতো তবে কতোই না ভালো হতো! এটা শুনা মাত্রই তিনি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করেন, হে মহান আল্লাহ! আমরা এটা চাই না। অতঃপর বলেন, বানী ইসরাঈল যেখানে কোন পাপ কাজ করতো তা তার দরজার ওপর লিখিত পাওয়া যেতো এবং সাথে সাথে সেটা মোচনেরও মাধ্যম লেখে দেয়া হতো। এখন হয় তারা দুনিয়ার লাঞ্ছনা গ্রহণ করে কাফ্‌ফারা আদায় করবে এবং গোপন পাপ প্রকাশ করবে, কিংবা কাফফারা আদায় না করে পারলৌকিক শাস্তি গ্রহণ করবে। কিন্তু তোমাদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

‘যার দ্বারা কোন খারাপ কাজ হয়ে যায় কিংবা সে স্বীয় নাফসের ওপর অত্যাচার করে বসে, অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে মহান আল্লাহকে বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে।’ (সহীহ মুসলিম-১/১৫/২০৯, ৪ নং সূরা

আন নিসা, আয়াত ১১০) অনুরূপভাবে মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن"

'এক সালাত অন্য সালাত পর্যন্ত ক্ষমার কারণ হয়ে যায়, আবার এক জুমু 'আহ দ্বিতীয় জুমু 'আহ্ পর্যন্ত পাপ কার্যের কাফ্ফারা হয়ে থাকে।" তিনি বলেনঃ

"من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك"

'জেনে রেখো, যে ব্যক্তি খারাপ কাজের ইচ্ছে করে কিন্তু তা করে বসে না। তার পাপ লেখা হয় না, আর যদি করে বসে তবে একটাই পাপ লেখা হয়। আর যদি কোন ভালো কাজের ইচ্ছে করে কিন্তু করে না ফেলে, তবে এর জন্য একটি পুণ্য লেখা হয় পক্ষান্তরে যদি করে ফেলে তবে তার জন্য দশটি পুণ্য লেখা হয়। আর ধ্বংস প্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল ধ্বংস হয়।' আচ্ছা তাহলে বলতো, তোমরা ভালো হলে, না বানী ইসরাইল ভালো হলো? না, না, বানী ইসরাইল অপেক্ষা তোমাদের ওপর বহু সহজ করা হয়েছে। এতো দয়া ও মেহেরবানীর পরেও যদি তোমরা ধংস হয়ে যাও তবে বুঝতে হবে যে, তোমরা নিজে নিজেই ধ্বংস হয়েছো। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (সহীহুল বুখারী ১১/৬৪৯১, সহীহ মুসলিম ১/২০৭,২০৮, মুসনাদে আহমাদ ২/৪১১,৪৯৮)

কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিলোঃ সাফা পাহাড়টি যদি সোনার হয়ে যায় তবে আমরা ঈমান আনবো। তিনি বলেন তা হলে তোমাদের পরিণাম মায়িদাহ আসমানী আহার্য এর জন্য আবেদনকারীদের মতোই হয়ে যাবে। তখন তারা এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। ভাবার্থ এই যে, অহঙ্কার ও অবাধ্যতা এবং দুষ্টুমির সাথে নবীগণকে প্রশ্ন করা অত্যন্ত জঘন্য কাজ।

যে ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে এবং সহজের পরিবর্তে কঠিনকে গ্রহণ করে নেয়, সে সরল পথ থেকে সরে গিয়ে মূর্খতা ও ভ্রান্তির পথে পড়ে যায়। অনুরূপভাবে বিনা প্রয়োজনে যারা প্রশ্ন করে তাদের অবস্থাও তাই। কুর' আনুল হাকীমে এক জায়গায় আছেঃ

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَّ أَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝٢٨ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ وَبِئْسَ الْقَرَارُ﴾

তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য করো না যারা মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয় জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট ঐ আবাসস্থল? (১৪ নং সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং ২৮-২৯)

আবুল 'আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, তারা আরামের পরিবর্তে কষ্টকে গ্রহণ করে নিয়েছে। (ইবনে আবি হাতিম ১/৩৩০)

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১০৯

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَ اصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

আহ্‌লি কিতাবদের অধিকাংশই তোমাদেরকে কোনক্রমে ঈমান থেকে আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে চায়। যদিও হক তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে তবুও নিজেদের হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে এটিই তাদের কামনা। এর জবাবে তোমরা ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করো। যতক্ষণ না আল্লাহ নিজেই এর কোন ফায়সালা করে দেন। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাশীল।

১১০ নং আয়াতে

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর তোমরা সালাত কায়িম করো এবং যাকাত প্রদান করো এবং যা কিছু সৎ কার্যাবলী তোমরা স্বীয় আত্মার জন্য আগে পাঠাবে, তোমরা তা মহান আল্লাহ নিকট পাবে, তোমরা যা কিছু করছো নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা দেখছেন।

১০৯ থেকে ১১০ নং আয়াতের তাসফীর:

আহলে কিতাবীদের অনুসরণ করা যাবে না

অত্র আয়াতগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ মু’ মিনদেরকে আহলে কিতাবদের অনুসরণ করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছেন। কারণ তারা প্রকাশ্যে এবং গোপনে মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করছে এবং ঘৃণা করছে। যখন তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর অনুসরণকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হয়, তখন তাদেরকে হিংসা করছে। মহান আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে বলেছেন যে, তারা যেন আহলে কিতাবদেরকে ক্ষমার চোখে দেখে এবং ধৈর্য ধারণ করে যতোক্ষণ না তাদের জন্য মহান

আল্লাহ্‌র সাহায্য নেমে আসে এবং বিজয় লাভ করে। মহান আল্লাহ আরো আদেশ করছেন সালাত আদায় করতে, যাকাত প্রদান করতে এবং উত্তম ‘আমল করতে।

ইবনে আবি হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনে কা ‘ব ইবনে মালিক (রহঃ) বলেন যে, কা ‘ব ইবনু আশরাফ নামক এক ইয়াহূদী কবি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খুবই সমালোচনা করতো। এ কারণেই তাকে উদ্দেশ্য করে ﴿ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ﴾ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৩১)

যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেন, ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদিও ইয়াহুদীদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সত্যতার প্রমাণ বিদ্যমান ছিলো এবং সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গুণাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলো ও তাঁকে ভালোভাবেই চিনতো, আবার যদিও সে এটাও স্বচক্ষে দেখছিলো যে, কুর’ আন মাজীদ তাদের কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করছে এবং এটাও লক্ষ্য করছিলো যে, একজন নিরক্ষর লোক এ কিতাব পাঠ করছেন, যা সরাসরি মু ‘জিযাহ। তথাপি তিনি যে ‘আরবে প্রেরিত হয়েছিলেন শুধু এ কারণেই হিংসার বশবর্তী হয়ে সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও কুর’ আনকে অস্বীকার করেছিলো এবং জনগণকে পথভ্রষ্ট করতে আরম্ভ করেছিলো। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৩৫) সেই সময় গভীর পরিণামদর্শিতার ভিত্তিতে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন ঐ সব ইয়াহুদীকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে এবং মহান আল্লাহ্‌র ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

﴿وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اَذًى كَثِيْرًا﴾

তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে। (৩ নং সূরা আলি ‘ইমরান, আয়াত নং ১৮৬)

ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর অন্য আয়াতও অবতীর্ণ হয় এবং তার ফলে পূর্বের নির্দেশ উঠে যায়। এখন তাদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণ ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ﴾

অতঃপর মুশরিকদের যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করো এবং হত্যা করো। (৯ নং সূরা তাওবাহ, আয়াত নং ৫) অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ﴾

যে সব আহলে কিতাব মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে না এবং কিয়ামত দিনের প্রতিও না। (৯ নং সূরা তাওবাহ, আয়াত নং ২৯) অন্যত্র বলা হয়েছেঃ ﴿وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ﴾

যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে। (৯ নং সূরা তাওবাহ, আয়াত নং ২৯)

‘উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবীগণ কাফির ও আহলে কিতাবীদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেন। ফলে কুরাইশদের যে সমস্ত শক্তিশালী নেতা ও যোদ্ধা ছিলো তাদের মধ্য থেকে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যাদের ধ্বংস হওয়া নির্ধারিত ছিলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সেনাবাহিনীর হাতে তারা নিহত হয়। (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ৬/৪৯, ৮/৫৬, ৬৯, সহীহ মুসলিম ৫/১৮২, জামি ‘ তিরমিযী ২৭০২, মুসনাদ আহমাদ ৫/২০৩, তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৩৩)

আর বদর প্রান্তরে যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতেই মুশরিকরা ভীষণভাবে পরাজিত হয় এবং তাদের বড় বড় নেতৃবৃন্দের মৃতদেহে মায়দান পূর্ণ হয়ে যায়।

সৎ কাজের আদেশ দানে উৎসাহ প্রদান

﴿وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ١ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ﴾

এখন মু’ মিনদেরকে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে যে, যদি তারা সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ‘ইবাদত সঠিকভাবে পালন করে তাহলে তাদের পরকালের শাস্তির রক্ষাকবচ ছাড়াও দুনিয়ায়ও মুশরিক ও কাফিরদের ওপর জয়যুক্ত হওয়ার কারণ হয়ে যাবে। দুনিয়ায় এ ‘আমল না করার কারণে পরকালের দুরাবস্থার কথা জানিয়ে অন্যত্র বলা হয়েছেঃ ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ﴾

‘যেদিন যালিমদের কোন ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবে না, তাদের জন্য রয়েছে লা ‘নত এবং নিকৃষ্ট আবাস।’ (৪০ নং সূরা মু’ মিন, আয়াত নং ৫২)

এরপর মু’ মিনদেরকে বলা হচ্ছে, ﴿اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾ তাদের ভালো কাজের প্রতিদান উভয় জগতেই দেয়া হবে। তাঁর নিকট ছোট বড়, প্রকাশ্য, গোপনীয়, ভালো ও মন্দ কোন কাজই গোপন থাকে না। মু’ মিনদেরকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে রক্ষার জন্যই মহান আল্লাহ এটা বলেছেন।

অর্থাৎ ওদের হিংসা ও বিদ্বেষ দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ো না। নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলো না। এদের সাথে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া করে নিজের মূল্যবান সময় ও মর্যাদা নষ্ট করো না। ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকো আল্লাহ কি করেন। অনর্থক আজে বাজে কাজে নিজের শক্তি ক্ষয় না করে আল্লাহর যিকির ও সৎকাজে সময় ব্যয় করো। এগুলোই আল্লাহর ওখানে কাজে লাগবে। বিপরীত পক্ষে ঐ বাজে কাজগুলোর আল্লাহর ওখানে কোন মূল্য নেই।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. অনর্থক প্রশ্ন করা নিন্দনীয়। তবে জানার এবং মানার জন্য প্রশ্ন করা প্রশংসনীয়।

২. কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রাপ্ত নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়া অথবা তার কোন অকল্যাণ কামনা করা হারাম।

৩. ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা জানে মুসলিমরা সত্য ও সঠিক ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই হিংসার বশবর্তী হয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যে, কিভাবে এদেরকে সঠিক দীন থেকে সরিয়ে কাফির বানানো যায়।

৪. অন্যায়কে যথাসম্ভব ক্ষমা ও ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিহত করার চেষ্টা করতে হবে, তা দ্বারা সম্ভব না হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে